কালের কণ্ঠ

তারিখ 18 JUN 2015
পৃষ্ঠা 2 (৩) কলাম ৩

একই সঙ্গে কার্যকর না হলে এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা আন্দোলনে যাবেন

অষ্টম বেতন স্কেল

স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাওয়া যাবে না বলেই শিক্ষক কর্মচারীদের ধারণা

নতুন পে স্কেলের শর্ত প্রযোজ্য হলে বৈষম্য আরো বাড়তে পারে

শরীফুল আলম সুমন ▷

অষ্টম পে স্কেল পেতে গিয়েও বিস্তর ঝামেলা পোহাতে হবে বলে আশঙ্কা এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের। বেতন কমিশনের সুপারিশে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁদের বেতন-ভাতা কার্যকর করতে বলা হয়নি, বরং ছয় মাস পরে করতে বলা হয়েছে। বাজেট বক্তৃতায় কিছু বলা হয়নি। সচিব কমিটিও কিছু বলেনি।

সূত্র জানায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হয় সাধারণত রাজনৈতিক প্রভাবে। যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে তারা প্রভাব খাটিয়ে তাদের পছন্দমতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করে। আশপাশে স্কুল-কলেজ আছে কি না, প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষার্থীর প্রকৃত সংখ্যা কত—এসব বিবেচনাতেই নেওয়া হয় না।

শিক্ষাবিদরা বলছেন, রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারের দায় শিক্ষকদের ঘাড়ে পড়ছে। সরকার ইচ্ছামাফিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করেছে, এখন নতুন পে স্কেল দিতে গিয়ে লাগাম টেনে ধরতে চাইছে। এতে বৈষম্য আরো বাড়বে। আর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে শিক্ষার মানে।

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ২

একই সঙ্গে কার্যকর না হলে

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা সব সময় শিক্ষকদের পক্ষে। আমরা চাই তাঁদের বেতন বাড়ুক। কিন্তু এটা সরকারের সিদ্ধান্তের ব্যাপার। এখনো তো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।'

সূত্র জানায়, এখন পর্যন্ত সব পে স্কেলই পেয়েছেন এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীরা। তবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পেয়েছেন কমই। এর জন্য তাঁদের আন্দোলন করতে হয়েছে। অষ্টম বেতন কমিশন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ছয় মাস পরে তাদের পে স্কেল দেওয়ার সুপারিশ করেছে। নতুন পে স্কেল পেতে হলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সব আয় সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়ার কথাও বলেছে কমিশন। তবে অর্থমন্ত্রী প্রস্তাবিত বাজেটে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের নতুন পে স্কেলে অন্তর্ভুক্তি নিয়ে কোনো কথা বলেননি।

আগামী মাসে নতুন পে স্কেল কার্যকর হতে যাচ্ছে। এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে এতে কিছু বলা হয়নি। এ কারণে তাঁদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা বাড়ছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেছে একাধিক শিক্ষক সংগঠন। সত্বর স্পষ্ট করে কিছু বলা না হলে আগামী মাস থেকে কঠোর কর্মসূচি পালন করা হবে। ঈদের পর ধর্মঘটের মতো কর্মসূচি পালনের প্রস্তুতিও নিচ্ছেন শিক্ষকরা।

জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিক্ষকদের নতুন পে স্কেল পাওয়া ভিক্ষার ব্যাপার নয়। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে শিক্ষকরাও স্কেল পেয়ে থাকেন। আর প্রতিষ্ঠানের মানের যে কথা বলা হয়েছে, তা কিভাবে হবে? আগে তো মানদণ্ডের নীতিমালা করতে হবে। সেটাই তো নেই। আসলে প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা হয় রাজনৈতিক বিবেচনায়। সেখানে শিক্ষকরা চাকরি করেন। রাজনীতিকদের ভুল সিদ্ধান্তের খেসারত কেন শিক্ষকদের দিতে হবে?'

আগেও দেখা গেছে, অনেকবার আন্দোলন করে তবেই পে স্কেল পেতে হয়েছে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের। একবার স্বয়ংক্রিয়ভাবে হলেও পরেরবার ঠিকই আন্দোলন করতে হয়েছে। ১৯৯১ সালে চতুর্থ পে স্কেলের জন্য কঠোর আন্দোলন করতে হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লাগাতার ধর্মঘট করতে হয়েছে। ছয় মাস পরে তারা পে স্কেল পান। ১৯৯৭ সালে পঞ্চম পে স্কেল স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তাঁরা পেয়েছেন। তবে ২০০৫ সালে ষষ্ঠ পে স্কেল আন্দোলন করে আদায় করতে হয়েছে। ২০০৯ সালে সপ্তম পে স্কেল স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাঁরা পেয়েছেন। তবে অষ্টম পে স্কেল নিয়ে আবারও বিপত্তিতে পড়েছেন শিক্ষকরা।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির (নজরুল) সভাপতি মো. নজরুল ইসলাম রনি কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আয় সরকার নিয়ে যাক, তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তাহলে সরকারি কর্মচারীদের মতো আমাদেরও বাড়িভাড়াসহ অন্যান্য ভাতা দিক। আর মানের যে শর্তে নতুন পে স্কেল দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, তাতে বৈষম্য আরো বাড়বে। এ বৈষম্যে শিক্ষার মানে ধস নামবে।' তিনি বলেন, 'আগামী মাসে নতুন পে স্কেল না পেলে মানববন্ধন, স্মারকলিপি প্রদান, অনশনের মতো কর্মসূচি পালন করব। কাজ না হলে ঈদের পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট ডাকা হবে।'

মাউশি সূত্র জানায়, এমপিওভুক্ত স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজে শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা চার লাখ ৭৬ হাজার ৭৪৫। শিক্ষক চার লাখ চার হাজার ৬৮৬ জন এবং কর্মচারী ৭২ হাজার ৫৫ জন। তাঁরা চাকরি করেন ১৬ হাজার ১১০টি স্কুল, সাত হাজার ৫৯৮টি মাদ্রাসা ও দুই হাজার ৩৬৩টি কলেজে। শিক্ষার্থী প্রায় এক কোটি ২০ লাখ। শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা বাবদ বছরে ব্যয় হয় প্রায় সাত হাজার ৮৮০ কোটি টাকা। নতুন পে স্কেলে বেতন-ভাতা প্রায় দ্বিগুণ হবে।

এদিকে অর্থমন্ত্রী নতুন মানদণ্ডে এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের পে স্কেল দেওয়ার কথা বললেও শিক্ষা প্রশাসনের কাছে মানদণ্ড নেই। মানদণ্ড বলতে কী বোঝানো হয়েছে তা-ও তাদের কাছে পরিষ্কার নয়। বেশি পাস বা ভালো ফল ধরে মানদণ্ড হিসাব করাও সঠিক হবে না বলে জানান তাঁরা।

মাউশির পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'এমপিওভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোনো ধরনের গ্রেডিং আমাদের কাছে নেই। আর গ্রেডিং আমরা করব কিভাবে? আমরা শুধু তাঁদের বেতন-ভাতা দিই। পরিচালনার সব দায়িত্ব ব্যবস্থাপনা কমিটির।'